ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

কামালঘাট, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২১০

সেহা নং-আইইউ-ত্রিপুরা/১ (৮)/২০১৫-১৬/ডি-০০২৯ তারিখঃ ১৬ই এপ্রিল ২০১৫ ইং

ইকফাই-এ 'মজা করে বিজ্ঞান শেখো'
হাতির টুথপেষ্ট, কলার ডিএনএ পরীক্ষা দেখে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা

আগরতলা, ১৬ই এপ্রিলঃ

মজা করে বিজ্ঞান শিখতে এসে এ কি প্রশ্নের মুখে পড়লাম ! উনি কিনা জিজ্ঞেস করছেন বাড়ীতে টেক্সট বুক পড়ি না কি সাজেশনের ফটোকপি ? ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেব-এর অতর্কিত প্রশ্ন গুচ্ছের সামনে অনেকটা নেতিয়ে পড়ে বিজ্ঞানে আগ্রহী প্রায় শ'খানেক ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের সঙ্গে আসা শিক্ষক শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানের থমথমে ভাবটা অবশ্য অচিরেই কেটে যায় একটি ছাত্রীর সপ্রতিভ জবাবে। মেয়েটি জানায় সে কখনোই সাজেশনের ফটোকপি পড়তে আগ্রহ দেখায়নি। এই উত্তর শুনে একটু থমকে দাড়ান বক্তা মিহির দেব এবং ছাত্রীটিকে বলেন, যদি এটা ঘটনা হয় তাহলে আমি একদিন অবশ্যই তোমাদের বাড়ী যাব। এই কথোপকথনে সারা হল জুড়ে হাসির রোল উঠে এবং মজার পরিবেশ তৈরী হয়।

সায়েন্স আউটরীচ্ ইন্ডিয়া-র পৃষ্ঠপোষকতায় ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটি গুয়াহাটি-র যৌথ সহায়তায় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার বিজ্ঞানভিত্তিক এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। সারাদিনব্যাপী এই কর্মশালায় রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক বেশকিছু দিক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাতির টুথপেষট তৈরী ও কলা-র ডিএনএ পরীক্ষা।

হাতির টুথপেষট তৈরীর প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার মনি কুমারি গুপ্তা। এক ছাত্রীকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ডেকে নেওয়া হয়। দু'জনের হাতেই রাবারের দস্তানা লাগানো ছিল। একটি টেবিলে দু'টো কাচের জার রেখে প্রথমেই হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড ঢালা হয়। তারপর দেওয়া হয় ফুট কালার ও তরল সাবান। সবশেষে জার থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে পটাসিয়াম আয়োডাইড ঢালতেই প্রায় দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের তিন ফুট লম্বা ফোম তৈরী হয় যা দেখতে অনেকটা টুথপেষ্টের মতই।

কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক পিএইচডি স্কলার দর্শনা যোশি দ্বিতীয় বেলায় পড়ুয়াদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে কলার ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবহারিক দিক হাতে কলমে দেখিয়ে দেন। একটি পাতলা প্লাসটিক পাউচে পাঁকা কলা থেতলে তার মধ্যে নুন মেশানো জল ঢালা হয়। ছাকনির মাধ্যমে কলা থেকে জল আলাদা করে তা একটি সরু ফানেলে ঢালার পরেই ডিএনএ-র দেখা মেলে।

সারাদিনব্যাপি এই কর্মশালার সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই সন্মানিত অতিথির ভাষণ রাখছিলেন অধ্যাপক মিহির দেব। উনি অনেকটা আক্ষেপের সুরেই জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ যেভাবে অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ আস্কারায় ডাক্তার ইন্জিনীয়ার হতে চাইছে তাতে আগামী দশ বছর পর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বা অংক বিষয় পড়ানোর শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া যাবে না। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূ-বিদ্যা পড়েও জীবনে ভালরকম প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় বলে অধ্যাপক দেব দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক দেব-এর বক্তব্যের সাথে সুর মিলিয়ে নয়াদিল্লীস্থ ইগনৌ কমিউনিটি কলেজের মনোবিকাশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম দত্ত বলেন, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে পুঁথিগত দখল না থাকলে আগামীদিনে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণামূলক সমস্ত কর্মকান্ড মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি বিজ্ঞানে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের সময় নিয়ে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক চর্চ্চা করার আহবান জানান।

ডঃ দত্ত দুঃখ প্রকাশ করে জানান, দেশের মূল ভূখন্ডে বসবাসকারী বেশীরভাগ নাগরিকদের পূর্বোত্তর সম্পর্কে সঠিক ধারণাই নেই। ওরা পূর্বোত্তর বলতে উগ্রবাদি, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা ও অশিক্ষা বোঝে। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য, কর্মক্ষম মানবসম্পদ ও মানুষের আথিতেয়তা এবং মানবিক মুখ সম্পর্কে কেউ খবর রাখে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আসার পরে আমরা এরাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতি, শিক্ষার হার, শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছি। এর আগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আইআইটি গুয়াহাটি-র বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক হেমন্ত বি কৌশিক।

****

প্রেস রিলিজ